প্রথম আলো

তারিখ 22 APR 2009
পৃষ্ঠা 32 কলাম 8

গ্রন্থাগারিক পদ প্রসঙ্গে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ প্রান্তে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরিপ বিভাগ (বেনবেইস) কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) জরিপ ফরম-এর ফুটনোটে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিককে 'ননটিচিং স্টাফ/কর্মচারী' হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিষয়টি কতটুকু প্রচলিত বিধিসম্মত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। গ্রন্থাগারিক যে একজন 'শিক্ষক' এর সমর্থনে নিচে কিছু যৌক্তিকতা, প্রথা, অধ্যাদেশ বা বিধি উপস্থাপন করছি।

উচ্চশিক্ষা বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আসার পর থেকে গ্রন্থাগারের পরিচালনা, উন্নয়ন, সৃজিয় প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও গ্রন্থসম্পদের ব্যবহার বহুমুখী করার সচেতন প্রয়াসী পাণ্ডিত্যপূর্ণ একজন শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক নিয়োগদান প্রথায় পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগদান করা হয় এমন এক খ্যাতনামা শিক্ষককে, যিনি একাধারে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন; তিনি *বাঙালির ইতিহাস* খ্যাত গ্রন্থপ্রণেতা নীহাররঞ্জন রায়। একই লক্ষ্যে ভারত সরকার বেঙ্গল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করে বিশিষ্ট মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে।

সনাতনী ধারণা এই যে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকারী ব্যক্তিই শিক্ষক; এ বিবেচনায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষক নন। তাহলে তো বলতে হয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষও শিক্ষক নন। কারণ তাঁরাও সার্বক্ষণিক পাঠদানের চেয়ে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। গ্রন্থাগারিক পরামর্শ ও নির্দেশনাপদ্ধতিতে গ্রন্থসম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা ফেকাল্টিকে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও উৎকর্ষধর্মী শিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এফিলেটেড কলেজ সংবিধি নং ৩১, ৩২ এবং ৩৩/১৯৭৩-এ গ্রন্থাগারিককে একজন শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিধিতেও গ্রন্থাগারিককে একজন শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের আদেশ নং ৭০০২/১/সিভিল-১ তাং ০৮/১০/১৯৮৩ অর্ডিন্যান্সেও গ্রন্থাগারিককে একজন শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১৯৬৮ সালে সরকার বিভিন্ন কলেজে সর্বপ্রথম একজন গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদায় ও বেতন স্কেলে এবং সমশিক্ষাগত যোগ্যতা ধরে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে। ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে (১৯৭৪) গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসকের শ্রেণীভুক্ত না করার সুপারিশ করা হয়।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ খালি আছে সেখানে একজন অভিজ্ঞ ও পূর্ণ অধ্যাপক গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে রয়েছেন একইভাবে সরকারি বা বেসরকারি কলেজগুলোয়ও সহকারী অধ্যাপক বা অধ্যাপকের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ফলে গ্রন্থাগারিক যে একজন শিক্ষক—এ বিষয়ে যুক্তিতর্কের কোনো অবকাশ থাকে না।

দেলোয়ার হেসেন
গ্রন্থাগারিক, কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।